দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বাগেরহাটে প্রাক প্রাথমিকের ১২ হাজার শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছেনি

মসজিদ ও মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম

■ বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটে মসজিদ ও মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ১২ হাজার শিশুর হাতে এখনো নতুন বই পৌঁছেনি। এতে ব্যাহত হচ্ছে জেলার ৯টি উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক গণশিক্ষা কার্যক্রম। নতুন বছরের প্রথমদিনেই শিশুদের হাতে বই পৌঁছার কথা ছিল।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদভিত্তিক ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মন্দির ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। মূলত ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে এখানে বাংলা, অংক ও ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে ক্লাস চলার কথা থাকলেও নতুন পাঠ্য বইয়ের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। জানা গেছে, ৯টি উপজেলায় ২শ' ৭৫ টি মসজিদে ও ১শ' ৩০টি মন্দিরে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক আনুসুরজ্জামান সিকদার জানান, জানুয়ারির শুরুতে জেলার সব মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় বই সরবরাহ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের আমার প্রথম পড়া বইটি প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এমন দাবি করলেও মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনও সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে বাংলা, ইংরেজি গণিতের বই পৌঁছেনি। অন্যদিকে মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ফিল্ড অফিসার মো. হাবিবুর রহমান জানান,

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

বাগেরহাটে প্রাক প্রাথমিকের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত সপ্তাহে প্রতিটি কেন্দ্রে বাংলা বই সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু মোরেলগঞ্জের খাউলিয়া, বয়রাবুনিয়া, বনগ্রাম ও মোরেলগঞ্জ উপজেলা সদরের সেরেস্তাদার বাড়ির সার্বজনীন মন্দিরগুলোতে ক্লাস চলাকালীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা এখনোও বাংলা বইসহ অন্য কোন পাঠ্য পুস্তক পায়নি।